বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

'স্বাধীনতা ভবন'
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
(www.bffwt.gov.bd)

বিষয়ঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এ অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি: জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর
পরিচালক (কল্যাণ) ও সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
তারিখ : ১৬/০৯/২০২০, বুধবার।
সময় : বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সভাকক্ষ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

সভায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও অংশীজনগণ (Stake holder) উপস্থিত ছিলেনঃ

(০১) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
(০২) জনাব মাহমুদ পারভেজ জুয়েল, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা।
(০৩) জনাব আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী, বীর প্রতীক. যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা।
(০৪) জনাব ফয়েজ আহমেদ খান, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ।
(০৫) ফিরোজা ইয়াসমিন, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ।
(০৬) জনাব রুহুল আমিন, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ।
(০৭) জনাব মো: নজরুল ইসলাম, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ।
(০৮) জনাব মো: আখতার হোসেন খান, সহকারী গ্রেড-১, প্রশাসন বিভাগ।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর সেনানী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনকল্পে ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯৪ মূলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকের বয়স ৬০-৭০ বছর। তাঁদের অনেকের পক্ষেই সেবা গ্রহণের জন্য গ্রাম-গঞ্জ হতে ঢাকায় আসা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই তাঁদের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া যাতে আরও সহজ করা যায়, সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পরামর্শমূলক বক্তব্য উপস্থাপনের আহবান জানান।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মাহমুদ পারভেজ জুয়েল বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর সেনানী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ সবাই বয়সের ভারে ন্যুব্জ। গ্রাম-গঞ্জ থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা, চিকিৎসা বিল, রেশন ইত্যাদির জন্য ঢাকায় যোগাযোগ করা তাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাঁদের প্রাপ্য সেবাসমূহ যাতে দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবনসহ আরও যত্নবান হওয়ার জন্য ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ও চিকিৎসা বিল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করার ফলে ভাতা উত্তোলন সংক্রান্ত কষ্ট অনেকটা লাঘব হওয়ায় তিনি ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষকে সকল ভাতাভোগীদের পক্ষ হতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জনাব আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী, বীর প্রতীক বলেন, যুদ্ধাহত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়সের সাথে সাথে তাঁদের শারীরিক সমস্যা দিন দিন রেড়েই চলছে। ফলে, তাঁদের পূর্বের তুলনায় চিকিৎসা ব্যয়ও বাড়ছে। চিকিৎসা বিল ট্রাস্টের কল্যাণ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক (কল্যাণ) বরাবর দাখিল করার পর যাতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য পরিচালক (কল্যাণ)কে অনুরোধ জানানোর জন্য আহবান করেন।

০৩। সভায় উপস্থিত উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) বলেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারায় নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সেবাসমূহ আরও দ্রুত ও সহজ করার জন্য ইতোমধ্যে সেবার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য পরিচালক (কল্যাণ) কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

০৪। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এ অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাসমূহ আরও সহজিকরণ ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

(০১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০২০-২০২১ অনুযায়ী প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর অংশীজনদেরকে (Stake holder) নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করতে হবে;

(০২) জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সেবাসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে যাতে কোনো প্রকার হয়রানির স্বীকার না হয় সে বিষয়ে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে এবং এ বিষয়ে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;

(০৩) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের প্রাপ্য সেবাসমূহ আরও দ্রুত ও সহজে তাঁদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০/০৯/2020

(সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর)
পরিচালক (কল্যাণ)
ও
সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোনঃ ৯৫৫৫৫১৫
ই-মেইলঃ secy@bffwt.gov.bd

স্মারক নম্বর-৪৮.০১.০০০০.১০২.৩১.০০৩.২০/১৬০৪

তারিখঃ ০৫ আশ্বিন ১৪২৭ / ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

(০১) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
(০২) জনাব মাহমুদ পারভেজ জুয়েল, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা।
(০৩) জনাব আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী, বীর প্রতীক. যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা।
(০৪) জনাব ফয়েজ আহমেদ খান, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ।
(০৫) ফিরোজা ইয়াসমিন, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ।
(০৬) জনাব রুহুল আমিন, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ।
(০৭) জনাব মো: নজরুল ইসলাম, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ।
(০৮) জনাব মো: আখতার হোসেন খান, সহকারী গ্রেড-১, প্রশাসন বিভাগ।

২০/০৯/2020

(সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর)
পরিচালক (কল্যাণ)